DSE-2A Social Geography

Prepared by- Syfujjaman Tarafder, Gour Mahavidyalaya, Malda

Basis of social region formation: evolution of social regions with respect to India

Introduction:

অঞ্চল হল কোন এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমধর্মীতা যুক্ত এলাকা। এই বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক বা সংস্কৃতিক অথবা সামাজিক হতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা এবং সামাজিক পার্থক্য। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি জনগোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেছে এবং স্থায়িত্ব লাভ করেছে। ভারতের আদি জনগোষ্ঠী এবং ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশকারী এই সমস্ত বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে থাকায় এবং তাদের মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতি গত পার্থক্য থাকায় তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে এ বলা যায় না বরং তাদের মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্নতা এবং ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতার কারণে এই সমস্ত সমাজ-সংস্কৃতি গোষ্ঠীগুলি ভারতবর্ষের বুকে বিভিন্ন অবস্থান এর স্থায়িত্ব লাভ করেছে ও পৃথক সমাজ-সংস্কৃতি অঞ্চল তৈরীর পথকে প্রশস্ত করেছে।

তারমানে একথা বলাই যায় যে, একদিকে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি গোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করায় ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতি বৈচিত্র্য বেড়েছে তেমনি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও বিভিন্নতা এই সমস্ত সমাজ-সংস্কৃতি বৈচিত্রতা সৃষ্টির পথ কে আরো প্রশস্ত করেছে।

Factors/ Basic of social region formation

ভারতবর্ষের সাপেক্ষে সামাজিক পৃথকীকরণ ও তার কারণে সৃষ্ট সমাজ-সংস্কৃতি অঞ্চলের কারণগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

1. প্রাকৃতিক কারণ সমূহ:
    I. অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য
    II. ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র

2. সমাজ-সংস্কৃতি কারণসমূহ:
    I. ধর্মীয় বৈচিত্র্য
    II. ভাষাগত বৈচিত্র
    III. জাতিগত বৈচিত্র
    IV. অর্থনৈতিক কাজকর্ম
    V. উপজাতি

A. প্রাকৃতিক কারণ সমূহ:

1.অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অবস্থানগত দিক থেকে ভারত এমন একটি কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষত পশ্চিম, পূর্ব ও মধ্য এশিয়া থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্পন্ন মানুষেরা অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রধানত উত্তর-পশ্চিম ভারতের (হিন্দুকুশ পর্বত) বিভিন্ন দুর্গম গিরিপথ ধরে এই সমস্ত অনুপ্রবেশ গুলি ঘটেছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। যেহেতু এক একটা সময়ে এক এক সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটে ছিল তাই তারা ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পছন্দমত বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করে এবং যেহেতু ভূ-প্রকৃতি দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকাতে বসবাস করত তাই তারা সামাজিকভাবেও পৃথক ছিল। এইভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পৃথক সামাজিক অঞ্চল তৈরি হয়েছে।

এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর কেউ দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, কেউ বনভূমি সমন্বিত মালভূমি অঞ্চলে, তো কেউ নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করে ও পৃথক সংস্কৃতি বজায় রাখার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অঞ্চলের উদ্ভব হয়। উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত অঞ্চলে পৃথক সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর বসতির ফলে পৃথক সামাজিক অঞ্চল তৈরি হয়েছে সেগুলি হল:

i. আফগানিস্তানের কাবুল উপত্যকা,
ii. কাশ্মীরের ঝিলম নদী উপত্যকা,
iii. তিব্বত হিমালয় অঞ্চল, লাদাখ
iv. সিন্ধু থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত পাঞ্জাব সমভূমি অঞ্চল,

v. শতদ্রু বিতস্তা নদী উপত্যকা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত প্রতিটি এলাকা সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে কিন্তু স্বতন্ত্র ছিল।

2.ভূ প্রাকৃতিক বৈচিত্র:

ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে ভারত বৈচিত্রময়। এই বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি যুক্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে আগমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ভূপ্রকৃতি বৈচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সামাজিক বৈচিত্র তৈরি হয়েছে। ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর, পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম অংশ সুউচ্চ হিমালয় পর্বত দ্বারা বেষ্টিত যা ভারতকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে ইউরেশিয়ার অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলির থেকে। এছাড়া ভারতবর্ষের সমগ্র দক্ষিণ অংশে, পপূর্বে ও পশ্চিমে রয়েছে সমুদ্র যা ভারতকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল বহু বছর ধরে। শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতগুলো গিরিপথ ব্যবহৃত হয়েছিল ভারতের বাইরে থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভারতে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভূপ্রকৃতিগত বৈচিত্র যথেষ্ট রয়েছে। যেমন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি, উপদ্বীপীয় মালভূমি, এবং এই মালভূমির মধ্যেও অসংখ্য উঁচু-নিচু পাহাড় ও বন্ধুরতার পার্থক্য ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী গুলিকে পৃথক করে রেখেছিল বহু বছর ধরে। ফলে ভারতবর্ষে তিনটি পৃথক সামাজিক অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল:

i. **Perennial Region**

সিন্ধু থেকে কাবেরী নদী উপত্যকা পর্যন্ত অঞ্চলটি মূলত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে। এবং পশুপালক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এই অঞ্চলে। এর কারণ গুলি হল:

- এই অঞ্চলটি ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে সমতল ও সুগম এবং মৃত্তিকা গত দিক থেকে উর্বর তাই কৃষিকাজ তথা পশু পালনের জন্য সবথেকে উপযুক্ত এলাকা ছিল এটা।
- সমভূমি অঞ্চল ও নদীবিধৌত পলল সম্মৃদ্ধ উর্বর মৃত্তিকা অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে এই অঞ্চলে আকর্ষিত করেছিল।
- সমতল ভূমি হয় খুব সহজেই এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

এই সময়ে এই এলাকাতে কতগুলো ক্ষুদ্র কেন্দ্রীয় অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলো মূলত জনগোষ্ঠীর বসতি ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। যেমন পেশোয়ার ও পাটোয়ার উপত্যকার গান্ধারী, সপ্তসিন্ধু, শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে কুরুক্ষেত্র, যমুনা ও গঙ্গা মধ্যে পাঞ্চাল, ব্রজভূমি, এবং উত্তর দিকে কোশল ইত্যাদি।

ii. Area of isolation (Cul-De-Sac)

অপেক্ষাকৃত বন্ধুর ও উচ্চ পার্বত্য বা পাহাড়ি অঞ্চলে প্রধানত অনুন্নত শিকারী ও সংগ্রাহক উপজাতি জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন রেখে বসবাস করত। কৃষিকাজ বলতে শুধুমাত্র অস্থায়ী স্থানান্তর কৃষি কাজ করতে জানতো। ফলে দুর্গম পাহাড়ি অরণ্য সমৃদ্ধ অঞ্চল এর প্রথম পছন্দ ছিল। তাই এই সমস্ত জনগোষ্ঠী গুলির মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না। এদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হলো প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা যেমন,

- অনুর্বর মৃত্তিকা
- জলের অভাব
- বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি।

যেমন ছত্রিশগড় রাজ্যের বস্তার মালভূমি অঞ্চল, ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত লাগোয়া রাজমহল পাহাড়ি অঞ্চল এবং উপদ্বীপীয় মালভূমি দক্ষিণে গন্ডোয়ানা অঞ্চল।

iii. Area of relative isolation

এই অঞ্চলটি অতি বন্ধুর পাহাড়ি অঞ্চল এবং নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র যুক্ত অঞ্চল যেখানে যাযাবর উপজাতির জনগোষ্ঠীরা যারা খাদ্য সংগ্রহ শিকার ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন ধারণ করতো তারা এই সমস্ত অঞ্চলে বসবাস করত। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীও ভারতবর্ষের অন্যান্য ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখত। উল্লেখযোগ্য অঞ্চল গুলি হল, কুমায়ুন ও গণ্ডোয়ানার কিছু অংশ শতুদ্রু ও চন্দ্রভাগা মধ্যবর্তী উচ্চভূমি অঞ্চল।

নিচে প্রাকৃতিক বৈচিত্র কিভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সৃষ্টি করে তা একটি নদী অববাহিকার উদাহরণ নিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

ছবি

উপরোক্ত ছবিতে একটি নদী অববাহিকার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে যেখানে A, B এবং C তিনটি পৃথক ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল কে উপস্থাপন করছে। A অঞ্চলটি একদম নদী তীরবর্তী স্বল্প উঁচু সমভূমি এলাকা যেখানে চতুর্থ পঞ্চম ক্রমের

নদীগুলি অবস্থান করে, B অঞ্চলটি নদী থেকে একটু দূরে অনুচ্ছ বন্ধুর এলাকা যেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্রমের নদী গুলির অবস্থান করে, এবং C অঞ্চলটি প্রকৃতপক্ষে জলবিভাজিকা প্রান্তীয় ঢালু ও বন্ধুর এলাকা যেখানে মূলত পাহাড়ের ঢাল থেকে নির্গত প্রথম ক্রমের নদীগুলি অবস্থান করে। এক্ষেত্রে এইটিন প্রকার এলাকাতে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা প্রণালী গড়ে ওঠে স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এবং সেগুলি পৃথক সামাজিক অঞ্চল গঠন করে।

B. সামাজিক কারণসমূহ**:**

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণ এ সামাজিক পৃথকীকরণ ঘটে এবং ওই সমস্ত জনগোষ্ঠীর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বসবাস পৃথক সমাজ-সংস্কৃতি অঞ্চল সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের দিকে তাকালে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে উপজাতিরা গোষ্ঠীপতি শাসিত এলাকাগুলিতে বসবাস করত, পরবর্তীতে বাজারের প্রাধান্য দেখা যায় এবং বিভিন্ন অঞ্চল গুলির মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক পৃথকীকরণ প্রকট হয়ে ওঠে, যেগুলিকে একেকটি সমাজ-সংস্কৃতি অঞ্চল বলা যায়।। এর কারণ হচ্ছে ওই সমস্ত প্রতিটি জনগোষ্ঠী গুলি জাত ভিত্তিক গঠিত ছিল। প্রাচীন ভারতে যে ষোড়শ মহাজনপদের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি ওই জাতীয় অঞ্চলের উদাহরণ। প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদ এর কয়েকটি হলো অঙ্গ, বঙ্গ, কাশি, কৌশল, মগধ, গান্ধার ইত্যাদি। এইসব মহাজনপদ গুলির প্রত্যেকটি সামাজিকভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র ছিল।

মুঘল প্রদেশ সমূহ ও অন্যান্য এলাকা**:**

মুঘলরা ভারতে আসার আগে ভারতে তখন কিছু পৃথক রাজ্য ছিল যেগুলি সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ভাষা ইত্যাদি দিক থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র ছিল। মুঘলরা যখন ভারতে আসে তখনও এই সমস্ত ভারতীয় রাজ্যগুলি একেকটি সমাজ-সংস্কৃতি অঞ্চল হিসেবে বিদ্যমান ছিল। যেমন রাজপুতানা, পাঞ্জাব, মহীশূর, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি।

মুঘলরা আসার পর তারা তাদের রাজকার্য পরিচালনা করার জন্য এবং রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে একাধিক সুবা (Subah) সৃষ্টি করেছিল, যেমন কাবুল লাহোর বিহার মুলতান দিল্লি আগ্রা বাংলাদেশ আজমির ইত্যাদি। একেকটি সুবা বেশ বড় ছিল যেমন কাবুল সম্প্রসারিত হয়েছিল বর্তমান উত্তর-পূর্ব আফগানিস্থানের দিকে। মুঘলদের এই সমস্ত সুবা গুলি পরিষ্কারভাবেই প্রাচীন ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি দিক থেকে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ প্রদেশ সমূহ**:**

মুঘলদের পরে ভারতবর্ষে আসে ব্রিটিশরা। যদিও তারা প্রধানত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছিল কিন্তু পরবর্তীতে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যায় এবং দীর্ঘ দুই বছর তারা ভারতবর্ষকে শাসন করেছে। ব্রিটিশরা ও ভারতবর্ষে ভালোভাবে প্রশাসন কার্য পরিচালনা করার জন্য একাধিক রাজ্য গঠন করেছিল এবং এক্ষেত্রে পুরাতন সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র কে প্রাধান্য দিয়ে এবং প্রাচীন ও মুঘল সময় এর প্রদেশগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের রাজ্য গঠন করেছিল। ব্রিটিশদের তৈরি করা রাজ্যগুলি বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য হয়েছে যে গুলি এখনো পর্যন্ত তাদের পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতাকে তুলে ধরে।

এই সময়ে মূলত ধর্মভিত্তিক এবং ভাষাভিত্তিক যে জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ছিল সেগুলি কে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ রাজ্যগুলি গঠিত হয়েছিল।

ধর্মভিত্তিক সামাজিক অঞ্চল**:** ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ধর্মভিত্তিক রাজ্য হিসেবে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপুতানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল।

ভাষাভিত্তিক সামাজিক অঞ্চল**:** ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ভাষাভিত্তিক রাজ্য হিসেবে একাধিক প্রদেশ বা রাজ্য গঠিত হয়েছিল যেগুলি সমাজ ও সংস্কৃতি গত দিক থেকে স্বতন্ত্র ছিল এবং এক একটি সামাজিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ
আজমির- বর্তমানে রাজস্থান
পাঞ্জাব- বর্তমানে পাঞ্জাব
বিহার ও উড়িষ্যা- বর্তমানে বিহার এবং উড়িষ্যা
আসাম- বর্তমানে আসাম
বালুচিস্তান- বর্তমানে পাকিস্তান
বোম্বে প্রেসিডেন্সি- বর্তমানে মহারাষ্ট্র
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি- বর্তমানে তামিলনাড়ু।

উপসংহার**:**

সবশেষে এটা বলা যায় যে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র এবং বিভিন্ন সময়ে ইউরেশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে আগমন এবং তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক

ভূখণ্ডে বসবাস ও স্থায়িত্ব লাভ এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ভারতবর্ষের বুকে একাধিক সামাজিক অঞ্চল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল যা আজও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।